



## ২৮-সূরা আল কাসাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৯ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তা সৌন মীম্ ।

طه ②

৩। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ③

৪। মো'মেন জাতির উপকারার্থে আমরা তোমার নিকট মুসা এবং ফেরাউনের রুডান্ত বর্ণনা করিতেছি ।

تَنبَأُكَ مِنْ نَبِيِّ مُوسَىٰ وَمِنْ نَبِيِّ يُؤْمِنُ ④

بِقَوْمِهِ ⑤

৫। নিশ্চয় ফেরাউন দেশে বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহার অধিবাসীগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে সে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিল (এইরূপে) যে, তাহাদের পুত্রগণকে নশংসভাবে হত্যা করিত এবং তাহাদের নারীগণকে জীবিত রাখিত । নিশ্চয় সে কাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্গত ছিল ।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ⑥

يَسْتَضَوْفُ ظُلُمَاتُهُ وَهُمْ لَا يَكَادُونَ ⑦

يَسْمَعُونَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْرِئِينَ ⑧

৬। এবং আমরা সংকল্প করিয়াছিলাম যে, যাহাদিগকে দেশে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহাদের উপর আমরা অনুগ্রহ করিব এবং তাহাদিগকে (জাতির) নেতা মনোনীত করিব এবং তাহাদিগকে (আমাদের নেয়ামতসমূহের) উত্তরাধিকারী করিব,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِفُوا فِي الْأَرْضِ ⑨

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً وَجَعَلْنَاهُمُ الْوَارِثِينَ ⑩

৭। এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিব এবং ফেরাউন ও হামান এবং উভয়ের সৈন্য বাহিনীকে উহা দেখাইব যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আশঙ্কা করিতেছিল ।

وَنُفِخَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرَىٰ فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ ⑪

وَجُنُودُهُمْ مِنْهَا كَأَنَّهُمْ جُدُرٌ ⑫

৮। এবং আমরা মুসার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে, 'তুমি তাহাকে দুধ পান করাইতে থাক এবং যখন তাহার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হইবে তখন তুমি তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিও এবং তুমি ভয় করিও না এবং চিন্তিত ও দুঃখিত হইও না; নিশ্চয় আমরা তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিব এবং তাহাকে রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত করিব ।'

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا اخْطَبَتْ ⑬

عَلَيْهِ فَالْقِيَتْهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا ⑭

رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮

৯। অতঃপর ফেরাউনের লোক তাহাকে কুড়াইয়া লইল, পরিণামে সে যেন তাহাদের জন্য একদিন শত্রু সাবাস্ত হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান এবং উত্তয়ের সৈন্যদল অন্যায়কারী ছিল।

১০। এবং ফেরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এ তো আমার ও তোমার জন্য নয়ন-তৃপ্তিদায়ক! ইহাকে হত্যা করিও না। হয়তো সে একদিন আমাদের উপকারে আসিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি।' আসলে (আমাদের উদ্দেশ্য) তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

১১। এবং মূসার মাতার হৃদয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হইয়া গেল। যদি আমরা তাহার অন্তরকে সুদৃঢ় না করিয়া দিতাম যাহাতে সে মো'মেনদের অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিষয়াজিকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

১২। সে (মূসার মাতা) তাহার (মূসার) ভগ্নীকে বলিয়াছিল, 'তুমি তাহার পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর হইতে আড়চোখে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু তাহারা ইহা বৃথিতে পারে নাই।

১৩। এবং আমরা ইতিপূর্বে সকল স্তনদাত্রীকে তাহার জন্য নিষিদ্ধ করিয়া রাখিলাম; অতঃপর মূসার ভগ্নী বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন এক পরিবারের সংবাদ দিব, যাহারা ইহাকে তোমাদের জন্য লালন-পালন করিবে এবং তাহারা তাহার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী হইবে?'

১৪। এইভাবে আমরা তাহাকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার নয়ন তৃপ্তি লাভ করে এবং সে দুঃখ না করে এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

১৫। এবং যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছিল এবং (উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আমরা তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এবং এইরূপেই আমরা সংকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

১৬। এবং (একদিন) সে নগরীতে এমন সময়ে প্রবেশ করিল, যখন উহার অধিবাসীগণ অসতর্ক ছিল, তখন তথায় সে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি

كَانَتْ قَطْعَةً أَلْفِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَّابًا ۚ  
إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ①

وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَدْ تَبَيَّنَ لِي وَلِكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَعَلَّيْ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ②

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِحًا ۖ إِنَّ كَانَتْ تَلْبَسِي بِهِ كَوْلًا أَنْ رَظُنَّا عَلَىٰ قَلْبِهَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ③

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ بَصُرْتُ بِهِ عَنِ حُجُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ④

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نُصْرَةٌ ⑤

فَوَدَدْنَا إِلَىٰ آوِيهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَوْ عَلَّمَ الْإِنْسَ وَحَدَّ اللَّهُ حَتَّىٰ وَلَّكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ⑥

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑦

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شَيْعَةِ

তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপর ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের । সতুরাং তাহার সম্প্রদায়ের যে লোকটি ছিল সে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাহার শত্রুপক্ষের ছিল । তখন মুসা তাহাকে ঘৃষি মারিল এবং সেই ঘৃষিতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া গেল । সে (মুসা) বলিল, 'ইহা একটি শয়তানী কাজ ; নিশ্চয় সে মো'মোনের শত্রু এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী ।'

১৭ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের প্রতি মূল্য করিয়াছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর ।' সতুরাং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অতীত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৮ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমি ভবিষ্যতে কখনও অন্যায়কারীগণের সাহায্য করিব না ।'

১৯ । অতঃপর সে ভীত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে প্রভাত বেলায় নগরীতে বাহির হইল, তখন সে দেখে যে, যেব্যক্তি পতকলা তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল সে পুনরায় তাহাকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে । মুসা তাহাকে বলিল, 'নিশ্চয় তুমি একজন স্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি ।'

২০ । অতঃপর যখন মুসা মনস্থ করিল যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবে যে তাহাদের উভয়ের শত্রু; তখন সে বলিল, 'হে মুসা ! তুমি পতকলা যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেইভাবে কি আমাকেও হত্যা করিতে চাহিতেছে ? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচারী হইতে চাহিতেছ, এবং মোটেই শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্গত হইতে চাহ না ।'

২১ । এমন সময় নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল এবং বলিল, 'হে মুসা ! (রাজ্যের) নেতৃবৃন্দ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছে । সতুরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, বিশ্বাস করিও, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের অন্তর্গত ।'

২২ । তখন সে ভীত অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি হইতে রক্ষা কর ।'

وَهَذَا مِنْ عَذَابِ الْإِنِّ الَّذِي مِنْ يَنْعَبِي  
عَلِ الْإِنِّ مِنْ عَذَابِ فَوْكَرَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ  
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُخْتَلِفٌ ۝

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ  
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَتَمَمْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ أَكُونُ لَهُمْ  
لِلْمُجْرِمِينَ ۝

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَرَأَا الَّذِي  
اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى  
إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا  
قَالَ يَبُوءَانِي أُنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ نَمْنًا  
بِالْآلَمِينَ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ  
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُغْلِبِينَ ۝

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْتَسْئِرُ قَالَ يُبُوءُونَ  
إِنَّكَ يَا مَرْيُومُ بِكَ لَيَقْتُلُونَكَ فَاهْجُرِي إِنِّي لَكَ  
مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۝

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ  
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

২৩। এবং যখন সে মিদিয়ান অভিযুখে রওয়ানা হইল, তখন বলিল, আমি আশা করি, আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।'

২৪। এবং যখন সে মিদিয়ান শহরের পানির (কুপের) নিকট আসিল তখন একদল লোককে সেখানে দেখিতে পাইল যে, তাহারা (তাহাদের পশুপালকে) পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের নিকট কিছু দূরে দুইজন রমণীকে দেখিতে পাইল, যাহারা তাহাদের পশু-পালকে (ভীড় হইতে) সরাইতে ছিল। সে বলিল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' তাহারা বলিল, 'রাখালগণ যতক্ষণ পর্যন্ত চলিয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইতে পারি না; এবং আমাদের পিতা অতি রুদ্ধ।'।

২৫। অনন্তর সে তাহাদের সাহায্যার্থে (তাহাদের পশুগুলিকে) পানি পান করাইল। অতঃপর এক ছায়ার নীচে চলিয়া গেল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই উহার ভিখারী।'।

২৬। তখন রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাহার নিকট আসিল। সে বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি যে আমাদের জন্য (পশুপালকে) পানি পান করাইয়াছ তিনি যেন তোমাকে উহার বিনিময় দান করেন।'। অতঃপর যখন সে তাহার নিকট পৌছিল এবং সমস্ত রক্তান্ত তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিল, তখন সে বলিল, 'তুমি কোন ভয় করিও না, যালেম জাতির কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ।'।

২৭। রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি তাহাকে কাজের জন্য রাখিয়া লও, কারণ তুমি যাহাকে কাজের জন্য রাখিবে সে-ই উত্তম হইবে যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'।

২৮। তখন সে বলিল, 'আমি আমার এই কণ্যাঘরের একজনকে তোমার সহিত এই শর্তে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার কাজ করিবে। আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা হইলে উহা তোমার তরফ হইতে (অনুগ্রহ) হইবে। তবে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই না; আল্লাহ চাহিলে তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাইবে।'।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَلَىٰ سَرَةٍ أَنِ  
يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ  
النَّاسِ يَمْسُقُونَ هُدًى وَجَدَ مِنْ دُونِهِم امْرَأَتَيْنِ  
تَذُدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْقِي حَتَّى  
يَصِيدَ الْبَعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِمَّا  
أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ قَبَائِرٍ ۝

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَتَّى عَلَىٰ أَخِيكَ قَالَتْ إِنَّ  
أَبِي يَدْعُوكَ لِیَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا وَنَحْنُ  
جَاءَةٌ وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ حَتَّجْتُ  
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبِی اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ  
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

قَالَ إِنِّي يَرِيدُ أَنْ لِيُكْرِمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ  
عَلَىٰ أَنْ تَجُوزَنِي ثَمْنِي وَجَجَجَ وَإِنْ أَنْتَ غَضَا  
فِيهِ عَذَابُكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُنْقِصَ عَلَيْكَ شَيْئًا  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

২৯। সে বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই (চুক্তি) হইল। এই দুই মিম্বাদের মধ্যে যে কোনটি আমি পূর্ণ করি তাহাতে আমার প্রতি অন্যায় হইবে না; আমরা যাহা কিছু বলিতেছি আল্লাহ্ উহার উপর সাক্ষী।' ৬

৩০। অতঃপর যখন মূসা নির্দিষ্ট মিম্বাদ পূর্ণ করিল এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে লইয়া যাত্রা করিল, তখন সে ত্বর পর্বতের দিকে এক আশুন দেখিল। সে তাহার পরিবারকে বলিল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি এক আশুন দেখিয়াছি; হয়তো আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন জরুরী সংবাদ আনিব অথবা আশুনের জলন্ত অঙ্গার আনিব যেন তোমরা আশুন পোহাইতে পার।' ৭

৩১। অতঃপর যখন সে উহার নিকট পৌছিল, তখন বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত ডানদিকের (বরকতপূর্ণ) উপত্যকার প্রান্ত দেশ হইতে, এক বৃক্ষের নিকট হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল: 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

৩২। এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সাপের ন্যায় নড়াচড়া করিতে দেখিল, তখন সে পিঠি ফিরাইয়া পশ্চাদগমন করিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। (তাহাকে বলা হইল) 'হে মূসা! তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও, ভয় করিও না, তুমি নিশ্চয় নিরাপদ লোকদের অন্তর্গত,

৩৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগনে প্রবেশ করাও উহা ওদ্র, নির্দোষ হইয়া বাহির হইবে এবং ভয় উপশম করার জন্য স্বীয় বাহকে নিজের দিকে (টানিয়া) মিলাও। এই দুইটি দলীল তোমার প্রভুর নিকট হইতে ফেরাউন ও তাহার সভাসদগণের প্রতি প্রেরিত হইল, নিশ্চয় তাহারা এক দুষ্টকারী অবস্থা জ্ঞাতি।' ৮

৩৪। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তাহাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলাম, অতএব আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে;

৩৫। এবং আমার ভাই হারুন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে আমার সহিত পাঠাও যেন সে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। আমি অবশ্যই ভয়

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ⑥

فَلَمَّا فَصَّ مُوسَىٰ أَلْجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذَرٍ مِنْ الشَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّوَسَّىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑧

وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَلِكُ كَانَهُمَا جُنَّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـٔوَسَىٰ أَفِيلَ وَلَا خَفَىٰ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ⑨

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ بَيْرٍ سَوَاهٍ وَاضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَكَ بِهَاتَيْنِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ يَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ⑩

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑪

وَإِنِّي مُرَوِّدٌ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ رَبِّي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑫

করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে ।'

৩৬ । তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমার ডাইয়ের দ্বারা তোমার বাহকে শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়ের জন্য বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিব; ফলে তাহারা তোমাদের নিকট পৌছিতে পারিবে না । তোমরা উভয়ে এবং যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ দ্বারা অবশ্যই বিজয়ী হইবে ।'

৩৭ । অতএব, যখন মুসা আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা পরিকল্পিত যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা মিথ্যারূপে বানানো হইয়াছে; এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট এই সব কথা কখনও শুনি নাই ।'

৩৮ । তখন মুসা বলিল, 'আমার প্রভু তাহাকে সর্বাধিক উত্তম জানেন যে তাহার নিকট হইতে হেদায়াত লইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেও (জানেন) যাহার শেষ গৃহের পরিণাম সুন্দর ও শুভ হইবে । মোট কথা, যালেমগণ কখনও সফলকাম হইবে না ।'

৩৯ । ফেরাউন বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে বলিয়া আমি জানি না, অতএব হে হামান ! তুমি আমার জন্য কাদামাটির উপর আশুন জ্বালাও (ইট প্রস্তুতকর) এবং আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি উহাতে (চড়িয়া) মসার মা'বুদকে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারি; কারণ আমি মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত ।'

৪০ । বস্তুতঃ সে এবং তাহার সেনাদল দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করিল এবং ধারণা করিল যে, তাহাদিগকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না ।

৪১ । অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সেনাদলকে ধৃত করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্র নিক্ষেপ করিলাম; অতএব দেখ, যালেমদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

৪২ । এবং আমরা তাহাদিগকে অগ্রনায়ক করিয়াছিলাম যাহারা (লোকদিগকে) আশুনের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না ।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَيْدِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مِائِيَةً  
فَلَا يَمْلُؤُونَ إِلَيْكَ مِائَةً بِأَنْتَ أَتَمُّنَا وَمِنِ الْغَالِبِينَ ①

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَتَذَكَّرُ أَلَّا مَا هَذَا  
إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٍ وَمَا سَيَعْنَا بِهِمْ أَوْ أَتَانَا  
الْغَالِبِينَ ②

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ  
عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
الْظَّالِمُونَ ③

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ لَتَكُنَّ مِنْ  
إِلِهِ غَيْرِي فَأَوْعِدْ لِي يَهُامُنُ عَلَى الظِّلِينَ فَأَجْعَلْ  
لِي مَرَجًا لَّعَلِّي أَخْلَجُ إِلَى آلِهِ مُؤْتًى وَأَنِّي لَا ظَنَّةَ  
مِنَ الْكَذِبِينَ ④

وَأَسْتَكَبِرُوا وَجُوذُوا فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقُّ وَ  
ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ⑤

فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ  
كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ⑥

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعَبُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  
لَا يُنصَرُونَ ⑦

৪৩। এবং এই দুনিয়াতেও আমরা তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিনেও তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  
بِأَقْبَرِ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٨٣﴾

৪৪। এবং আমরা পূর্ববর্তী জাতিগণকে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, হেদায়াত এবং রহমতের কারণ ছিল যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَدَمًا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ  
الْأُولَى بِصَابِرٍ وَهْدًى وَرَحْمَةٍ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٤﴾

৪৫। এবং তুমি (তুর পর্বতের) পশ্চিম পাশ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মুসাকে (নবুওয়্যাহের) দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলাম এবং তুমি তখন সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى  
الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٥﴾

৪৬। কিন্তু আমরা বহু জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদের উপর (তাহাদের) জীবন দীর্ঘ হইয়া গেল। এবং তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যেও কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাহাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতে; কিন্তু আমরাই রসূল প্রেরণকারী।

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا  
كُنْتَ ثَائِرًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا  
وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٨٦﴾

৪৭। এবং তুমি তখনও তুর পর্বতের পাশ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমরা (মুসাকে) ডাকিয়াছিলাম (এবং তাহার উপর তোমার আগমন সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছিলাম); বস্তুতঃ এই সব কিছু তোমার প্রভুর তরফ হইতে রহমতস্বরূপ, যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করিয়া দাও যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّرِّمِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً  
مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ  
مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٧﴾

৪৮। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিলে তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রভু! কেন তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাও নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম?" (তাহা হইলে হয়তো আমরা তোমাকে রসূলরূপে কখনও পাঠাইতাম না)।

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ آيَاتِكَ  
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৪৯। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে সত্য আসিল, তখন তাহারা বলিল, "মুসাকে যেরূপ (শিক্ষা) দেওয়া হইয়াছিল সেরূপ (শিক্ষা) এই ব্যক্তি কে (মুহাম্মদ) কেন দেওয়া হইল না?" ইতিপূর্বে কি তাহারা উহাকে অস্বীকার করে নাই যাহা মুসাকে প্রদান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিয়াছিল,

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ  
مِثْلَ مَا أُنْزِلَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ  
مِن قَبْلُ قَالُوا يَحْزَنُونَ تَطَهَّرَ اللَّهُ قَالَُوا إِنَّا إِلَهُكُمُ

‘এই দুইজন বড় যাদুকার, তাহারা একে অপরকে সাহায্য করে।’ তাহারা আরও বলিয়াছিল, ‘আমরা তাহাদের উভয়কে অস্বীকার করি।’

### كَفَرُونَ ৩৬

৫০। তুমি বল, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহর নিকট হইতে এমন এক কিতাব আন যাহা এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্বলিত হইবে, যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি।’

قُلْ فَأَنذِرْكُمْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ سَافِرَةً فَتَكُونَ لَهَا أَهْلًا خَالِدِينَ ۝ ৩৬

৫১। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে উত্তর না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, তাহারা কেবল নিজেদের বাসনার অনুসরণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিপথগামী কে যে আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করিয়া নিজ বাসনার অনুসরণ করে? বস্তুতঃ আল্লাহ্ যানেম জাতিকে কখনও হেদায়াত দেন না।

فَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوا لَكَ فَاغْلَمْ أَن تَأْتِيَنَّهُمْ الْغَمَامُ وَهُمْ لَهَا وَلَدٌ ۝ ৩৭

৫২। এবং আমরা তাহাদের জন্য ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ৩৮

৫৩। যাহাদিগকে আমরা ইহা (কুরআনের) পূর্বে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহার উপর ঈমান আনে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ ৩৯

৫৪। এবং যখন তাহাদের নিকট ইহা পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, ‘আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সুনিশ্চিত সত্য। আমরা ইহা পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।’

وَإِذَا يُنْظَرُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۝ ৪০

৫৫। এই সকল লোককে তাহাদের পুরস্কার দুই বার প্রদান করা হইবে—এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পূণ্যের দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা ধরচ করে।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ۝ ৪১

৫৬। এবং তাহারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তখন তাহারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, ‘আমাদের কৃত-কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের জন্য; তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমরা মুশরদের সহিত সংপ্রব রাখা পসন্দ করি না।’

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْظَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا ۝ ৪২

৫৭। তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই হেদায়াত দিতে পার না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তিনি তাহাকে হেদায়াত দেন

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ ৪৩



এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত বাস্তিদিগকে সর্বাধিক বেশী জানেন ।

يَسْأَلُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑤

৫৮ । এবং তাহারা বল, 'যদি আমরা তোমার সহিত এই হেদায়াতের অনুগমন করি তাহা হইল আমাদের দেশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইবে।' (তাহাদিগকে বল) 'আমরা কি তাহাদিগকে পবিত্র নিরাপদ জায়গায় স্থান দিই নাই যেখানে আমাদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার ফল-মূল রিস্কস্বরূপ আনয়ন করা হয় ? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِظَنَّ مِنْ أَرْضِنَا  
أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَوْ مَنَاجَى إِلَيْهِ نَمُوتُ  
كُلِّ شَيْءٍ زَرْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

৫৯ । এবং কত জনপদকেই না আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদের (প্রাচুর্যের) জন্য অহংকার করিয়াছিল ! এইগুলি হইল তাহাদের বাসস্থান যেখানে তাহাদের পরে অতি অল্প বাতীত বসতি স্থাপন করা হয় নাই । এবং আমরাই তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি ।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطُوتَ مَعِشَتَهَا فِيهَا  
مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَ  
كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ⑥

৬০ । এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ করেন যে তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়ে; এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার অধিবাসীগণ যালেম হইয়া যায় ।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا  
رَسُولًا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ  
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ⑥

৬১ । এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে উহা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-বিনাসের সামগ্রী এবং ইহার সৌন্দর্য; এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী । তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?

وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ  
لَهُ زِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَّا تَعْقِلُونَ ⑦

৬২ । তবে কি সেই বাস্তি যাহার সহিত আমরা অতি উত্তম (পূরস্কারের) অঙ্গীকার করিয়াছি এবং যাহা সে নিশ্চয় (পূর্ণ অবস্থায়) পাইবে ঐ বাস্তির নাম হইতে পারে যাহাকে আমরা ৩৬ পার্থিব জীবনের সুন্দর সামগ্রী দিয়াছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদিগকে (আল্লাহ্‌র সমীপে জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হইবে ?

أَفَنُفِئ وَفَدَلُهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَسَنَ مَتْنَهُ  
مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَاصَّةِ ⑦

৬৩ । এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায় যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) মনে করিতে ?

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ⑧

৬৪। তখন যাহাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইবে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! ইহারা ই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আমরা বিদ্রান্ত করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদিগকে তিক সেইভাবে বিদ্রান্ত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা স্বয়ং বিদ্রান্ত হইয়াছিলাম। আজ আমরা তোমার সমক্ষে বিপথগামিতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা আমাদের ইবাদত করিত না।'

قَالَ الَّذِينَ حَتَّىٰ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ  
أَغْوَيْنَا ۖ أَغْوَيْنَهُمْ لَنَا وَعَيْنَا ۖ بَدَأْنَا إِلَيْكَ مَا  
كَانُوا إِنَّا لَا يَبْدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং বলা হইবে, (এখন) 'তোমরা তোমাদের শরীক দিগকে আহ্বান কর।' তখন তাহারা তাহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। এবং তাহারা নিদারিত আযাব প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! যদি তাহারা হেদায়াত পাইত।

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا  
لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ ۚ لَئِنْ هُمْ كَانُوا يهْتَدُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং সেই দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কি উত্তর দিয়া-  
ছিলে?'

وَيَوْمَ يَنذَرُهُمْ يُقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতএব সেদিন সকল দলীল-প্রমাণ তাহাদের উপর ঘোলাটে হইয়া যাইবে; ফলে তাহারা একে অপরকে প্রহ্ন করিতে পারিবে না।

فَعَيَّنَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। অনন্তর যে তওবা করিবে এবং ঈমান আনিবে এবং সং কৰ্ম করিবে, সে অবশ্যই সফলকাম ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَحَسْبُكَ أَنْ يَكُونَ  
مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমার প্রতিপালক যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে চাহেন মনোনীত করেন, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার নাই। আল্লাহ পবিত্র এবং যাহাকে তাহারা শরীক করে উহা হইতে তিনি উচ্ছিন্ন।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করে এবং তাহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। সকল প্রশংসা তাহারই, ইহকালেও এবং পরকালেও। এবং আধিপত্য তাহারই; এবং তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَبْرُ فِي الْأُمُورِ وَالْأَخْرَى  
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧١﴾

৭২। তুমি বল, 'তোমরা নক্ষা করিয়াছ কি—আল্লাহ যদি তোমাদের উপর রাগ্নিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ বাতীত আর কি কোন মা'বদ আছে যে তোমাদের নিকট আলো আনিয়া দিবে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ  
أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা নক্ষা করিয়াছ কি—আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন তাহা হইলে আল্লাহ্ বাতীত আর কি কোন মা'বদ আছে যে তোমাদের নিকট রাগ্নি আনিয়া দিবে যাহাতে তোমরা স্বস্তি লাভ করিতে পার? তবুও কি তোমরা দেখিতেছ না?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِسَكِينٍ  
تَشْكُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

৭৪। বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই রহমত হইতে যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত্র ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার ফয়নের অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَمِنْ تَحْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৭৫। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা (আমার সঙ্গে শরীক) মনে করিতে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ  
تَزْعُمُونَ ۝

৭৬। এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন করিয়া সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব, অনন্তর বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহর জন্য এবং যাহা কিছু তাহারা রটনা করিত, উহা সমস্তই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

وَنَرْعَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ  
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ فَأَكَاثَرُوا يُفْتَرُونَ ۝

৭৭। নিশ্চয় কারান ছিল মুসার জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদেরই উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করিল। এবং আমরা তাহাকে এত ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম যে, উহার চাবিগুলি (বহন করিতে) এক শক্তিশালী নোকের দনকেও ক্লান্ত করিয়া দিত। (সম্রণ কর) যখন তাহার জাতি তাহাকে বলিয়া ছিল, 'গর্বিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্বকারীদেরকে ভালবাসেন না;

إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ  
مِنَ الْكُتُبِ مِمَّا إِنْ مَقَامِعُهُ لَتُتَوَّاهُ بِالْقَبْضَةِ أُولَى  
الْفَوْزِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْفَرِحِينَ ۝

৭৮। এবং আল্লাহ্ তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন তুমি উহার দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলিও না এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তদুপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করিও

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ  
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْزِنَنَّ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

৭৯। সে বলিল, 'এই সব (সম্পদ ও মর্যাদা) তো আমি এমন জান-বলে পাইয়াছি যাহা শুধু আমার নিকটেই আছে।' সে কি ইহা জানিত না যে, আল্লাহ্ তাহার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যাহারা শক্তিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী ছিল? বস্তুতঃ অপরাধীগণকে (শাস্তির সময়) তাহাদের পাপ সহ্যজে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না।

৮০। অতঃপর সে তাহার জাতির সম্মুখে নিজ সাজ-সজ্জা সহকারে বাহির হইল। ইহাতে যাহারা পাখিল জীবনের সুখ-সম্পদ কামনা করিত তাহারা বলিল, 'হায় আফসোস, কারুনকে যাহা দান করা হইয়াছে তদুপ যদি আমরাও দান করা হইত! সে নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যশালী।'

৮১। এবং যাহারা জানী ছিল তাহারা বলিল 'তোমাদের সর্বনাশ! আল্লাহ্ পুরস্কার ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে ঈমান আনে এবং সংকল্প করে, এইরূপ পুরস্কার শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণই পাইয়া থাকে।'

৮২। অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার বাস-গৃহকে ভূগর্ভে প্রাথিত করিয়া দিলাম; তখন তাহার এমন কোন দল ছিল না, যাহারা আল্লাহ্ মোকাবেলায় তাহার সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে কোন ক্রমেই আশ্রয়প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিল না।

৮৩। এবং যাহারা গতকাল পর্যন্ত তাহার স্থানে হওয়ার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিভ বান্দাগণের মধ্যে যাহার জন্য চাহেন রিয়ক প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি আমাদেরও ভূগর্ভে প্রাথিত করিয়া দিতেন, সর্বনাশ! নিশ্চয় কাফেরগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

৮৪। ইহা পরকালের বাসগৃহ, ইহা আমরা তাহাদের জন্যই অবধারিত করি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহে না। এবং উত্তম পরিণাম মৃত্যুকৌণের জন্যই।

الْمُفْسِدِينَ ۝

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْنُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن قَوْمٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ مِنْهُ فُؤُةٌ وَأَكْثُرُ جَعَاءً وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝

فَعَرَّجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيََلْبَسُوا فَاؤُنِي فَامُرُونِي ۝ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَلَعَلَّ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

فَنَسَفْنَا بِهِ وَبَدَاوِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَنصِرِينَ ۝

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَحْكُمُ الْوَرْدَىٰ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكُنَّ لَهُ لَاسْمُعُ الْكُفْرُونَ ۝

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

৮৫। যে কেহ ভাল কাজ করবে, তাহাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল তাহার কৃত-কর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার উপর কুরআনকে ফরয করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন। তুমি বল, ‘আমার প্রভু সেই ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে জানেন যে হেদায়াতসহ আগমন করিয়াছে, এবং তাহাকেও, যে প্রকাশ্য দ্রাস্তিতে নিপতিত আছে।’

৮৭। এবং তুমি কখনও আশা করিতে না যে, তোমার প্রতি এক পরিপূর্ণ কিতাব নাযেল করা হইবে, কিন্তু ইহা কেবল তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে রহমত স্বরূপ, অতএব তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হইও না।

৮৮। এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তোমার উপর নাযেল হওয়ার পর উহা হইতে তাহারা যেন তোমাকে নিবৃত্ত করিতে না পারে, এবং তুমি তোমার প্রভুর দিকে (মানব জাতিকে) আহ্বান কর, এবং তুমি কখনও মোশরেকদের মধ্যে শামেল হইও না।

৮৯। এবং তুমি আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন মা'বুদকে ডাকিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তাহার সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসনীয়; সকল হুকুম (দেওয়ার অধিকার) তাহারই এবং তোমাদের সকলকে তাহারই দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

إِنَّ الَّذِي فُضِّلَ عَلَيْكَ الْفَرَّانَ لَكَ أَدْنَىٰ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي وَتُكُونَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَدْعُ إِلَىٰ ضَلَالٍ كَبِيرَةٍ لَّعَلَّكُمْ وَآلِهِ تُرْجَعُونَ